# [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]

[illegible] [illegible]

| ক্রমিক নং | পদের নাম ও বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী) | শূন্য পদের সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা | যে সকল জেলার স্থায়ী বাসিন্দা/ নাগরিকগণ আবেদন করতে পারবেন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১। | কম্পিউটার অপারেটর<br>গ্রেড-১১<br>(১২৫০০-৩০২৩০) | ০১ (এক) টি | ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং<br>খ) কম্পিউটার টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে ২৫ (বাংলা) এবং ৩০ (ইংরেজি) শব্দ। | ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা। |
| ২। | সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩)<br>(১১০০০-২৬৫৯০) | ০১ (এক) টি | ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং<br>খ) সাঁটলিপি লিখনে গতি প্রতি মিনিটে ৫০ (বাংলা), ৮০ (ইংরেজি) শব্দ, কম্পিউটার টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে ২৫ (বাংলা) এবং ৩০ (ইংরেজি) শব্দ। | |
| ৩। | উচ্চমান সহকারী<br>গ্রেড-১৪<br>(১০২০০-২৪৬৮০) | ০২ (দুই) টি | ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং<br>খ) কম্পিউটার বেসিক ট্রেনিং কোর্সে উত্তীর্ণ (স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটার চালনা সম্পর্কিত কোর্স)। | |
| ৪। | সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৪)<br>(১০২০০-২৪৬৮০) | ০১(এক) টি | ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং<br>খ) সাঁটলিপি লিখনে গতি প্রতি মিনিটে ৪৫ (বাংলা), ৭০ (ইংরেজি) শব্দ, কম্পিউটার টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে ২৫ (বাংলা) এবং ৩০ (ইংরেজি) শব্দ। | |
| ৫। | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক<br>গ্রেড-১৬<br>(৯৩০০-২২৪৯০) | ০৪ (চার) টি | ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং<br>খ) কম্পিউটার টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে ২০ (বাংলা) এবং ২০ (ইংরেজি) শব্দ। | |
| ৬। | মেশিন অপারেটর<br>গ্রেড-১৮<br>(৮৮০০-২১৩১০) | ০১ (এক) টি | ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং<br>খ) ফটোকপি মেশিন চালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা। | |
| ৭। | অফিস সহায়ক<br>গ্রেড-২০<br>(৮২৫০-২০০১০) | ০৩ (তিন) টি | কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। | ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর। |

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]-[illegible]

কর্মস্থল: ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ

বয়স: ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ১৮-৩০ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা www.taz3.teletalk.com.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৬ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ০৭ মার্চ ২০২১ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী

করোনার কারণে দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও শুরু করেছে। এ অবস্থায় আজ (সোমবার) জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, করোনাকালে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন সংবাদ সম্মেলন করবেন। সোমবার দুপুর ২টায় এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কয়েক ধাপে

বাড়ানোর পর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে ৩০ জানুয়ারি উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা আশা করছি হয়তো আগামী মার্চ-এপ্রিল…..মার্চ মাসটা আমরা দেখবো, কারণ আমাদের দেশে মার্চ মাসেই ব্যাপকহারে করোনাভাইরাস শুরু হয়েছিল। এই ফেব্রুয়ারি মাস নজরে রাখব। যদি ফেব্রুয়ারিতে ভালো থাকে পরবর্তীতে সীমিত আকারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার চিন্তা ভাবনা আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এজন্য দরকার সবাইকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলা ও করোনাভাইরাস মোকাবেলায় যা যা ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করা। আর ভ্যাকসিন তো সবাই পেয়ে যাবেন।’

গত ২২ জানুয়ারি করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে গাইডলাইন প্রকাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। এ গাইডলাইন অনুসরণ করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। স্কুল-কলেজগুলোতে ৩৯ পাতার গাইডলাইন পাঠিয়ে বলা হয়, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্কুলগুলো প্রস্তুত করে রাখতে, যাতে যে কোনো মুহূর্তে সেগুলো খুলে দেয়া যেতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে না। তবে পহেলা মার্চ থেকে দেশের সব পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সে কারণে আজ দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন।

তামিমাকে আর ফেরত নিতে চান না রাকিব

বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসির হোসেনকে নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা যেন থামছেই না। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কেবিন ক্রু

তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেছেন এই ক্রিকেটার। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হলুদ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি হয়েছে বিবাহোত্তর সংবর্ধনাও। এরইমধ্যে অভিযোগ উঠেছে, ৮ বছরের কন্যাকে রেখে আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই নাসিরের সঙ্গে বিয়ে করেছেন স্ত্রী তামিমা তাম্মি।

শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাইসা ইসলাম বাবুনি নামক এক ফেসবুক ব্যবহারকারীর একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। যেখানে তামিমার স্বামী রাকিবের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, এখনও তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের ঘরে রয়েছে ৮ বছর বয়সী একটি মেয়ে সন্তানও। তালাক না দিয়ে নতুন বিয়ে করায় তামিমার বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন রাকিব।

একবছরের প্রেমের সম্পর্কের পর ২০১১ সালে বরিশালের যুবক রাকিব হাসানকে বিয়ে করেন তামিমা। বিয়ের পর তামিমার পড়াশোনার দায়িত্ব পড়ে স্বামী রাকিবের ওপর। দীর্ঘদিন পড়াশোনা করানোর পর চাকরিতে যোগ দেন তামিমা। এরপরই বেপরোয়া হয়ে উঠেন তিনি। স্বামীকে না জানিয়েই নারায়ণগঞ্জের হিন্দুধর্মাবলম্বী অলকের সঙ্গে ৬ মাস সংসার করেন তামিমা। পরে স্বামী রাকিবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবারো সংসার ঠিক রাখেন তিনি।

এরপর ভালোই চলছিলো তাদের সংসার। হঠাৎই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয় হয় ক্রিকেটার নাসির হোসেনের সাথে। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বেরিয়ে চলে মেলামেশা। তবে তাদের এমন কর্মকাণ্ড কিছুটা আঁচ করতে পারেন রাকিব।

এসব বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমকে রাকিব বলেন, ‘চাকরির সুবাধে বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে থাকলেও তামিমা এবার কবে দেশে এসেছেন সেটাও জানেন না তিনি। নাসিরের সঙ্গে বিয়ের পরই তিনি জানতে পারেন তার স্ত্রী দেশে এসে নাসিরকে বিয়ে করেছেন।’

স্ত্রীকে আর ফেরত নিতে চান না জানিয়ে রাকিব বলেন, ‘আমি এরইমধ্যে থানায় জিডি করেছি। তামিমাকে আমি আর ফেরত নিতে চাই না। তবে আমাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা ও না জানিয়ে বিয়ে করায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। তবে আপাতত নাসিরের বিরুদ্ধে আমি কোনো ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি না।’

এদিকে নাসির ও তামিমার কাণ্ডে রাকিবের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা ‘এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন’ নামের একটি সংগঠন। তারা ইতোমধ্যে রাকিব হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এ সংক্রান্তে রাকিবকে আইনগত সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি যেকোনো যৌক্তিক সহায়তায় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে সংগঠনটি। শুরুর দিকে এ বিষয়ে অভিযোগ নিতে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের অনীহা থাকায় বিচার নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

সাকিবের ভাগ্য নির্ধারণ আজ

চলতি বছরের জন্য বিসিবির সঙ্গে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আইসিসির নিষেধাজ্ঞার কারণে গত বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ছিলেন না সাকিব আল হাসান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হওয়া সাকিবের নতুন বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট খেলতে না চাওয়া এ অলরাউন্ডারকে লাল বলের ক্রিকেটে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এবার নাও রাখা হতে পারে। টেস্টের সময় আইপিএলে খেলার জন্য ছুটি চেয়েছেন সাকিব। বিসিবিও ছুটি মঞ্জুর করেছে। তাই নতুন বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সাকিবের ফেরা নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াসা।

এসবের মাঝেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের আলাদাভাবে নিজের বাসায় তলব করেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান। আজ আবার পুরো দলের সঙ্গেই বসবেন তিনি। তবে আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের পথে রওনা হওয়ার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশ দলের সঙ্গে মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে আজকের সাক্ষাতটি সৌজন্যই হওয়ার কথা। এ উপলক্ষে হাজির থাকবেন বিসিবি পরিচালকদের অনেকেও। তাঁদের সঙ্গেই মূলত কেন্দ্রীয় চুক্তি নিয়ে কোনো একটি সিদ্ধান্তে আজই পৌঁছে যেতে পারে দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট প্রশাসন।

পরিচালনা পর্ষদের সর্বশেষ সভায় ঠিক হয়েছিল, আরো কিছুদিন দেখে করা হবে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের নতুন তালিকা। ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির প্রধান আকরাম খানের বক্তব্যে মনে হচ্ছে সেটি হয়ে যেতে

পারে দ্রুতই, ‘কালকের (আজ) সভায় আমিই বিষয়টি তুলব। এমনও হতে পারে এই সভা থেকেই কেন্দ্রীয় চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে। যদিও অনেক দিন খেলার মধ্যে না থাকায় আমরা ঠিক করেছিলাম, কয়েকটি সিরিজের পারফরম্যান্স দেখেই তালিকা করব।’

এর মাঝখানেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকে ছুটি নিয়ে সাকিব আল হাসানের আইপিএল খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিও চলে এসেছে। কেন্দ্রীয় চুক্তিবিষয়ক আলোচনার অনেকটা জুড়েই তাই থাকার কথা এই অলরাউন্ডারের। আকরামও দিয়েছেন সে ইঙ্গিত, ‘সাকিবের বিষয়টি তো অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।’ টেস্ট খেলতে না চাওয়া সাকিবকে লাল বলের চুক্তির বাইরে রাখার মতও আছে বোর্ডে। সেটি তাঁকে আর কখনো টেস্টে নিয়মিত পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই। তবে আকরাম এখনই অত দূরের ভাবনায় যেতে চান না, ‘আমার কাছে যে চিঠি আছে, তাতে সে মাত্র দুটি টেস্টের জন্য ছুটি চেয়েছে। আমাকে কথা বলতে হবে সেটি ধরেই।’

এদিকে নির্বাচকরাও চুক্তির জন্য সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন, ‘আমরা তালিকা করে রেখেছি। বোর্ড চাইলেই দিয়ে দেব।’

নাসিরকে জড়িয়ে গুঞ্জন : মারিয়া বললেন ‘স্রেফ বন্ধুত্ব, এর বাইরে কিছু না!’

বিমান বালা তামিমা তাম্মি ও ক্রিকেটার নাসির হোসেনের বিয়ে নিয়ে শোরগোলের মধ্যে নতুন বিতর্কে জড়ালেন মডেল মারিয়া মিম। নাসিরের সঙ্গে জড়িয়ে মিমকে নিয়ে নানা মুখরোচক কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন ক্রিকেটার নাসির হোসেনের সঙ্গে নাকি প্রেমের সম্পর্ক মিমের, আবার কেউ কেউ বলছেন নাসির তার সাবেক প্রেমিক।

বিষয়টি নিয়ে বিব্রত মারিয়া মিম মুখ খুললেন গণমাধ্যমে। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘বিভিন্নজন ফোন দিয়ে নাসির সম্পর্কে

নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। আমি অবাক হয়েছি বিষয়টি নিয়ে।

নাসিরকে জড়িয়ে গুঞ্জন বিষয়ে মিম আরও জানান, ‘নাসিরের বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত ছিল। অল্প কিছু মানুষ অবশ্য সেই আকদ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল। সেখানে গিয়েছি। নাসিরের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও তুলেছিলাম। ওসব ফেসবুকে পোস্ট করার পর থেকেই যন্ত্রণায় পড়েছি। মানুষ ক’দিন থেকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। আর শনিবার নাসিরকে নিয়ে নতুন খবর প্রকাশ হবার পর আরো শুরু হয়েছে- আমি নাকি নাসিরের প্রেমিকা ছিলাম।’

তাহলে নাসিরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি প্রশ্নের উত্তরে মিম বলেন, ‘স্রেফ বন্ধুত্ব। নাসির আমার বন্ধু। সেই হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর বাইরে কিছু না। বন্ধুর সঙ্গে কিছু ছবি তুলেছি, এই যা- এর বাইরে কিছু নয়।’

বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকেও একটি পোস্ট লিখেছেন মারিয়া। তিনি জানান, ‘নাসির নাসির করে আমাকে মেসেজ দেওয়া বন্ধ করেন। কারো পারসোনাল লাইফ নিয়ে পড়ে থাকি না। ওর ওয়াইফ-এর কাহিনি সত্য না মিথ্যা তাতো জানতে পারছেন। আমার কাছে জানার কি আছে?’

উল্লেখ্য, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেন ক্রিকেটার নাসির হোসেন। অভিযোগ উঠেছে, আগের স্বামী মো. রাকিব হাসানকে তালাক না দিয়েই নাসিরকে বিয়ে করেছেন তামিমা তাম্মি। এমনকি নাসির ও রাকিবের আগে তামিমার ছয় মাসের আরও একটি সংসার ছিল বলেও শোনা যাচ্ছে। গতকাল দিনভর এসব বিতর্কের পরও রাতেই বিবাহোত্তর সংবর্ধনা সারেন নাসির-তামিমা।

মার্কিন একাধিপত্যবাদ মোকাবেলায় এরদোয়ানের সঙ্গে

টেলিফোনে যা বললেন রুহানি

ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা কবলিত দেশগুলোর ঐক্যই হচ্ছে মার্কিন একাধিপত্যবাদ ও তাদের অবৈধ পদক্ষেপ মোকাবেলার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রবিবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেব এরদোয়ানের সঙ্গে টেলিফোন সংলাপে একথা বলেন রুহানি। এ সময় তিনি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে তুরস্কের প্রতি ইরানের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেন।

মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানের বিরুদ্ধে অন্যায় নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট রুহানি বলেন, তেহরান বারবার বলেছে, আমেরিকা যদি এসব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় তাহলে ইরানও দ্রুত পরমাণু সমঝোতা বাস্তায়নের ধারায় ফিরবে। ইরানের এ দাবি যৌক্তিক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. রুহানি আরও বলেন, ইরান সবসময় বলে আসছে আমেরিকা কোনও পদক্ষেপ নিলে ইরানও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।

সিরিয়া প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুহানি বলেন, দেশটির চলমান সংকট নিরসন করতে সংলাপ জরুরি। সিরিয়া সংকট সমাধানে ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যকার আলোচনা এবং সংলাপ অব্যাহত থাকার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

টেলিফোন সংলাপে তুর্কি প্রেসিডেন্ট দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্পর্ক বাড়াতে দু’ দেশের মধ্যকার জয়েন্ট কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইরান ও তুরস্কের মধ্যে কার্যকর আলোচনা আঞ্চলিক শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। সূত্র: প্রেস টিভি

গাংনীর সাহারবাটি স্বেচ্চায় রক্তদান সংগঠনের এক যুগে পদার্পণ

“মানুষ মানুষের জন্য,জীবন-জীবনের জন্য’। মনব সেবায় জীবন বিলিয়ে দিলে পাওয়া যায় সৃষ্টি কর্তার সান্নিধ্য। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন এমন আবেদন প্রায়ই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে একজন মূমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে এক ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। চাহিদা দিয়ে রোগীর স্বজনেরা ছুটে বেড়ায় অনেকের দ্বারেদ্বারে। অনেকেই রক্তের জোগাড় না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়েন।

এমন মানবিক সেবার ব্রত নিয়ে গাংনী উপজেলার সাহারকবাটি গ্রামে কতিপয় যুবক “সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠন” নামে একটি সংগঠন গঠন করেন।

স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি সাহারবাটি গ্রামের যুবক রাকিবুল ইসলাম টুটুল এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। নানা প্রতিকুলতা, বাধাঁ পেরিয়ে সম্প্রতি ১২ বছরে পদার্পণ করেছে। রক্তের জন্য এলাকার মানুষকে আর পেরেশান হতে হয়না। সম্পূর্ণ বিনা খরচে রক্ত পেয়ে থাকেন ভুক্তভোগীরা। প্রত্যন্তাঞ্চলে এমন একটি সংগঠন গঠন করায় এলকার অসংখ্য মানুষ উপকার পেয়ে প্রসংসা দিয়েছেন রক্তদানকারী যুবকদের।

সংগঠনের ১২ বছর পর্দাণে বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন যুবক প্রথমে সংগঠনের সদস্য হয়ে রক্ত দান কার্যক্রমের মত গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করলে তাদের দেখাদেখি এবং সংঠনের সভাপিত রাকিবুল ইসলামের আহব্বানে অনেক যুবক এখানকার সদস্য হয়েছেন। সদস্যরা নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলকার অনেক উপকারভোগীরা জানান, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদার সংগঠন মানুষেল কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। এমনই ভাবে প্রতিটি এলাকার যুবকরা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। এক ব্যাগ রক্ত বাঁচাতে সাহায্য করবে একটি জীবন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল সকল সদস্যকে নিয়ে সংগঠনটির বর্ষপুর্তী

অনুষ্ঠান উদযাপন।

অনুষ্ঠানে জানান, ২০০৯ সালে সংগঠনের যাত্রাশুরু। এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ব্যাগ রক্ত দিয়ে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে সহযোগীতা করা হয়েছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার রয়েছেন যারা রক্ত নেবার জন্য ব্যাগ ক্রয়ের টাকা জোগাড় করতে পারেনি, নিশ্বার্থভাবে তাদের নিজ অর্থে ব্যাগ সরবরাহ করেছেন সংগঠনের সভাপতি।

রাকিবুল ইসলাম বলেন, ভালকাজ করলেও সংগঠনটি কতিপয় মানুষের রোষানলে পড়ে। সংগঠনের বিভিন্ন ছেলেদের নানাভাবে হয়রানী করা হয়। নানা প্রতিকুলতার মোকাবিলা করেও টিকে আছে সাংগঠনিক অবকাঠামো। টিকে আছে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সকল কার্যক্রম। যারা মানবসেবাই নিয়োজিত রয়েছেন তাদের জন্য সকলের সহযোগীতা আর দোয়া কামনা করেন তিনি।

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে জাতিসংঘের নজরদারি বন্ধ

জাতিসংঘ আর ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের উপর নজরদারি চালাতে পারবে না বলে জানিয়ে দিল ইরান। এরই মধ্যে তেহরানের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের অ্যাটোমিক ওয়াচডগের প্রধান।

আইন হয়েছিল মাসখানেক আগেই। তখনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের পার্লামেন্ট জানিয়েছিল, আমেরিকা তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নিলে ইউরেনিয়ামের মজুত কয়েক গুণ বাড়ানো হবে। পাশাপাশি, দেশের পরমাণুকেন্দ্রে জাতিসংঘের নজরদারি বন্ধ করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমেরিকাকে সময় দেওয়া হয়েছিল ওই আইনে। আজ সোমবার থেকে সেই আইন বলবৎ হবে বলে জানিয়েছে ইরান।

এদিকে, রবিবার তেহরানের সঙ্গে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করেন জাতিসংঘের অ্যাটোমিক ওয়াচডগের প্রধান রাফায়েল গ্রোসি। বৈঠকের পর

সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, তেহরানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে। আগামী কয়েকমাস জাতিসংঘ আগের মতো না হলেও ইরানে পরমাণুকেন্দ্রের খবরাখবর নিতে পারবে।

তেহরানের সঙ্গে জাতিসংঘের বৈঠকে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গ্রোসি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাননি। তিনি কেবল জানিয়েছেন, পরমাণুকেন্দ্রে নজরদারির জন্য ইরানে জাতিসংঘের যে প্রতিনিধিরা ছিলেন, এখনই তাদের ইরান দেশ থেকে বের করে দেবে না। আগামী অন্তত তিন মাসের জন্য ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে। জাতিসংঘ আগের মতো না হলেও ইরানের পরমাণুকেন্দ্রের খবরাখবর রাখতে পারবে। এর চেয়ে বেশি বৈঠকের বিষয়ে আর কিছু জানাননি জাতিসংঘের অ্যাটোমিক ওয়াচডগের প্রধান।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ রবিবার ইরানের জাতীয় টেলিভিশনে জানিয়েছেন, জাতিসংঘ ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছিল। সোমবার থেকে সেই ক্যামেরার ফুটেজ আর তাদের দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, পরমাণু কেন্দ্রে আর সরাসরি নজরদারি চালাতে পারবে না জাতিসংঘ। সূত্র: ডয়েচে ভেলে

আরও ২০ লাখ ডোজ টিকা আসছে আজ

আজ সোমবার বাংলাদেশে আসছে আরও ২০ লাখ টিকা। সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে এসব টিকা আনছে বেক্সিমকো ফার্মা।

সোমবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে ভারতের স্পাইজেড বিমানের একটি ফ্লাইটে এই টিকা আসবে বলে বেক্সিমকো ফার্মা সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে গত ২০ জানুয়ারি ভারত সরকারের উপহার হিসেবে দেওয়া ২০ লাখ ডোজ টিকা প্রথম দেশে আসে। পরে ২৫ জানুয়ারি চুক্তির আওতায় আসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা। তবে সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা আসার কথা। এর মধ্যে আজ ২০ লাখ ডোজ টিকা আসছে আজ রাতে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (টিকাদান) ডা. শামসুল হক ২০ লাখ ডোজ টিকা আসার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে সর্বশান্ত হচ্ছে অধিকাংশ বিদেশগামীরা!

আল-আমিন, এম এফ রুপক:
পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য শেষ সম্বল টুকুও হারাতে হচ্ছে বিদেশ নামক সোনার হরিন ধরতে। কারও কারও ভাগ্যের চাকা ঘুরলেও নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকেই। মেহেরপুরে লাইসেন্স বিহিন কথিত আদম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন বিদেশগামীরা। সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে প্রাণও হারাচ্ছেন কেউ কেউ। নিঃস্ব হয়ে পরিবারের সদস্যরা ভাসছে অথৈই সাগরে।

মেহেরপুরের প্রায় প্রতিটির গ্রামেই রয়েছে কমিশন ভিত্তিক দালাল। মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। অবৈধ কোম্পানী, কর্মহীন ভুয়া কোম্পানীর ভিসা কিংবা যে কাজের কথা বলে বিদেশে পাঠানো হয় সে কাজ না দিয়ে অন্য কাজ দেওয়া ইত্যাদি নানা কারনে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই আবার কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে প্রবাসে। অর্থ উপার্জনের আশায় শুধু পুরুষরা না মহিলারাও যাচ্ছেন বিদেশে। সেখানে নির্যাতিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই।

আদম দালালের খপ্পরে পড়ে কপাল পুড়েছে কদভানু নামের এক গৃহবধুর। বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝাঁ গ্রামে। স্বামীর নাম আনারুল ইসলাম। আবার পরিবারের কথা ভেবে নির্যাতন সহ্য করে টিকে আছে অনেকেই। এদের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের হাসার আলীর স্ত্রী ঝর্না (ছদ্ব নাম)। রয়েছেন দুবাই।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়াটা দালালনির্ভর। তবে তাদের দৌরাত্ম্য যে কতটা প্রকট, তা বেরিয়ে এসেছে এক গবেষণায়। এতে দেখা গেছে, ভিসা কেনাবেচা আর ধাপে ধাপে দালালদের

কারণে ৩ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে বিদেশগামীদের। বিষয়গুলো দেখভাল করার কথা প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু উল্টো সেখানেও ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ পেয়েছেন গবেষকেরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে যাওয়া বিদেশগামী পুরুষদের ৯০ শতাংশই দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হচ্ছেন। আর ভিসা বা চাহিদাপত্র কিনতে শুধু ২০১৬ সালে ৫ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। মেহেরপুরে ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছে ৭ হাজার ৮শ ৯জন।

কেউ কেউ সুখে থাকলেও অনেকেই হারিয়েছেন শেষ সম্বল টুকু। ভুক্তভোগীরা দেশে ফিরে ন্যায় বিচারের আশায় বিভিন্ন দারে দারে ঘুরে বিচার না পেয়ে হতাশায় ভুগছে অনেকেই। আবার অভিযোগের ভিত্তিতে কেউ কেউ আটক হচ্ছেন পুলিশের হাতে। মেহেরপুর প্রতিদিনের বিশেষ অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এইসব আদম দালালের নাম। মেহেরপুরের গাংনী থেকে লিবিয়ায় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদস্যরা। উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের ভোলাডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রয়েছে সামাদ ধানখোলা ইউপির কসবা মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে এবং ভোলাডাঙ্গা হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তার নামে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় মানব পাচারের অভিযোগে মামলা রয়েছে। সম্প্রতি লিবিয়ায় মানব পাচারকারীদের কাছ থেকে অপহরণের পরে গুলিতে ২৬ জন বাংলাদেশি নিহত ও আহত হন ১১ জন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সামাদ ওই চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেন।

গাংনীর রামনগর গ্রামের খাইরুল ইসলাম। একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা পূর্বপাড়ার সৌদি প্রবাসী শাহাবুদ্দিনের স্ত্রীর কাছে ধাপে ধাপে ৯ লাখ টাকা দিয়ে সৌদতে যায় খাইরুল ইসলাম। বছর না যেতে তাকে দেশে ফেরত আসতে হয়। টাকা ফেরত চাইতে বেকে বসে শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী আসমা খাতুন। উপায় না পেয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে মামলা দায়ের করেন খাইরুল।

মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়া গ্রামের ফিরোজ। বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। তার বিরুদ্ধেও রয়েছে প্রতারণার মামলা। একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আনোয়ার কোন রকম লাইসেন্স ছাড়াই চালাচ্ছে বিদেশে লোক পাঠানোর কাজ। সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের আমিরুল ইসলাম, তার ভাই

মোমিনুল ইসলাম, একই কায়দায় চালাচ্ছে আদম দালালী। কমিশনের ভিত্তিতে এলাকায় থেকে লোক পাঠানোর কাজ করেন তারা।

গাংনীর আযান গ্রামের নিয়াজুল ইসলাম। দালালী করতে গিয়ে এক বছর জেলও খেটেছেন। লাইসেন্স বিহীন আদম দালালের তালিকায় রয়েছেন তেরাইল গ্রামের জাহাঙ্গীর, বামুন্দীর কাসেম, কাজীপুর গ্রামের আসমত, চেঙ্গাড়ার আব্দুর রাজ্জাক এলাকার প্রভাবশালী আদম দালাল। আরেক আদম ব্যবসায়ী গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের আহম্মদ আলী এ উপজেলার খড়মপুর গ্রামের সাদাত আলীর ছেলে আসান আলী, একই গ্রামের জাকিরুল, ওয়াসিম, কসবা গ্রামের জিয়াউর, সানঘাটের সাইফুল, পাকুড়িয়ার রুস্তম, আড়পাড়ার মিনারুল ও মেহেরপুর সদরের আমদহ গ্রামের লালনকে একই রকমের ফাঁদে ফেলে টাকা আদায়ের পর মালয়েশিয়া পাঠায়। তারা এখনও অবৈধভাবে মালয়েশিয়া অবস্থান করছে। চুরি করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

মেহেরপুরে যতারপুর গ্রামের মেহেদী হাসান ওরফে বিজন। ব্রুনাইয়ে মানব পাচার চক্রের প্রধান ব্যক্তি। মেহেদী ব্রুনাইয়ের এক নারীর সঙ্গে যৌথভাবে, কখনো এককভাবে একাধিক নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান খুলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষ পাচার করেন। সর্বশেষ ৪ শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩৩ কোটি টাকা নিয়ে মাত্র ৬০ জনকে ব্রুনাইয়ে নিয়ে যায় মেহেদী। কিন্তু তাঁদের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। ব্রুনাইয়ে রাস্তায় তাঁদের দিন কাটতে থাকে। পরে করোনা মহামারির সময় দেশে নিজ পরিবারের আর্থিক সহযোগিতায় গত জানুয়ারিতে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তাঁরা ব্রুনাইয়ে অবস্থানরত মেহেদী হাসানসহ তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মানব পাচার ও প্রতারণার আইনে অন্তত ২০টি মামলা করেন। তাঁর কয়েকজন সহযোগী ধরা পড়লেও পুলিশ বলছে, মেহেদী হাসান ও তাঁর অন্য সহযোগীরা দেশে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

গাংনী উপজেলার হিজল বাড়িয়া গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে নাহিদ। নাহিদ বিভিন্নভাবে এলাকার সাধারণ মানুষকে ফুসলিয়ে ভুয়া ভিসায় সৌদিতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তার প্রতারণার শিকারে অনেকেই সর্ব শান্ত হয়েছে জানা গেছে। এই নাহিদরে মাধ্যমেই ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ১৭ জন শ্রমিক সৌদিতে পাড়ি জমায়। প্রতারনার শিকার হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন পার করছিল তারা। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির সহযোগীতায় দেশে ফেরে তারা। এ ছাড়াও দালালের খপ্পরে পড়ে ১০ লাখ টাকা দিয়ে অবৈধভাবে গ্রীসে যাওয়ার পথে

লাশ হতে হয়েছে ইব্রাহিম নামের একজনকে। মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের নুরুল আমিন এর ছেলে ইব্রাহিম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি জানান, প্রবাসে গিয়ে যারা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তাদের সহযোগীতার জন্য আলাদাভাবে খোলা হয়েছে প্রবাসী কল্যান হেল্প ডেস্ক। এ ধরনের অভিযোগ আসলে সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আদালতের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে প্রবাসে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন পুলিশ সুপার।